কলাবৌ আসলে ভেষজ উদ্ভিদের উপাসনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ সপ্তমীর দিন সকালে নতুন পোষাক পড়ে পালকি নিয়ে কলাবৌ আনতে যাওয়া। এই অভিজ্ঞতা সবার রয়েছে। পালকি চড়ে আসেন কলাবৌ। বনেদী পরিবারের সদস্যরা আগমণী গান গাইতে গাইতে নিয়ে আসেন নবপত্রিকা বা কলাবৌকে। কলা বৌ, নবপত্রিকা, আক্ষরিক অর্থে নয়টি পাতা। কিন্তু তা নয়। নবপত্রিকায় থাকে নয়টি উদ্ভিদ। একটি সপত্র কলা গাছের সাথে অপর আটটি সমূল উদ্ভিদকে একসাথে রেখে তার সাথে জোড়া বেল-সহ শ্বেত অপরাজিতা দিয়ে বেঁধে লাল পাড় সাদা শাড়ি বা হলুদ শাড়ি দিয়ে মুড়ে ঘোমটা দেওয়া বধুর আকার দেওয়া হয়। এবার নবপত্রিকাকে সিন্দুর দিয়ে পুত্র-কন্যাসহ দেবী দুর্গার ডান পাশে রাখা হয়। নবপত্রিকায় দেবী দুর্গার নয়টি রূপ রয়েছে। আর এই নয়রূপের দেবীকে আরাধনা করা হয় এই মন্ত্রে—''রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচুাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্তাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী''। এই নয় দেবী একত্রে 'নবপত্রিকাবাসিনী

নবদুর্গা' নামে 'নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে পুজিতা হন। কি কি থাকে এই নবপত্রিকায় আর কোন রূপেই বাস করেন দেবী দুর্গা। নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ আসলে দেবী দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপের প্রতীকরূপে কল্পিত হয়, ১) কদলী বা রম্ভা ঃ কদলি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাণী, ২) কচু ঃ কচু গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা, ৩) হরিদ্রা ঃ হরিদ্রা গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা, ৪) জয়ন্তী ঃ জয়ন্তী গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্তিকী, ৫) বিল্ব ঃ বিল্ব গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিবা, ৬) দাড়িম্ব ঃ দাড়িম্ব গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকা, ৭) অশোক ঃ অশোক গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা, ৮) মান ঃ মান গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা, ৯) ধান ঃ ধান গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। কলা বৌ আসলে শস্য পুজো বলেই মত বহু গবেষকের। আবার অনেক গবেষক বলেন, প্রকৃতি পুজোর মাধ্যমে প্রাচীন সমাজ এই বার্তা দিত ভেষজ উদ্ভিদ মানব শরীরের রক্ষক তাই ভেষজ উদ্ভিদকে পুজো করার প্রচলন হয়। নানা দেবদেবীর পুজোয় রয়েছে নানা ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার যা বলে দেয় ভেষজ উদ্ভিদের প্রতি প্রাচীন সমাজের নির্ভরতা। কি বলছেন এই গবেষকরা কলাবৌকে নিয়ে? ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পুজো করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পুজো মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পুজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপুজোর বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই সবই হল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্যদেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপুজোর ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পুজো অনেকখানি মিশিয়া আছে।' যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই।....নবপত্রিকা দুর্গাপুজোর এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে।..... বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রিকা দুর্গাপ্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মার্কেন্ডেয় পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ না থাকলেও, সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপুজোর নির্দেশ রয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক নবপত্রিকা পুজোর উল্লেখ রয়েছে, 'বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস'। কলা বৌ আসলে ভেষজ উদ্ভিদের আরাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজ আন্তরিক মহিলা কমিটির পুজো উদ্বোধনে আসবেন ইন্দ্রানী হালদার

মহুয়া ঘোষাল, কাঁকসা

পাঁচ বছরে পা দিল কাঁকসার আন্তরিক মহিলা পুজো কমিটির দুর্গা আরাধনা। পাড়ায় ছিল না কোন দুর্গাপুজো। পাড়ার মেয়ে-বৌরা এগিয়ে এসে শুরু করেন দুর্গাপুজো। আন্তরিক মহিলা পুজো কমিটির পুজো মাত্র পাঁচ বছরে পা দিলে কি হবে ইতিমধ্যেই এলাকায় বিখ্যাত পুজো হিসাবে নাম কুড়িয়েছে এই পুজো। তিতলি যখন ঘুম কেড়ে নিয়েছে সবার তখন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহিলারা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দেবী দুর্গাকে নিয়ে আসতে হাজির বেনাচিতিতে। ট্রাকে চাপিয়ে হৈ হৈ করে মহিলারা দেবীকে নিয়ে চললেন বেনাচিতি থেকে কাঁকসায়। বৈশাখী বলেন, বৃষ্টির ভয় তো আছেই কিন্তু তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা নিয়েই যাবেন দেবীকে শুক্রবার। প্রতিবছরের আন্তরিক মহিলা পুজো কমিটির উদ্বোধনে চমক থাকে। এবার ইন্দ্রানী হালদারের হাত দিয়েই উদ্বোধন হবে কাঁকসার মহিলাদের দ্বারা পুজোর। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নারীশক্তি বধ করেছিল অসুরশক্তিকে আর তাই কাঁকসার মহিলারা দেবীর আরাধনায় নেমেছেন অন্তরের টানে। মাটির হাঁড়িতে একমুঠো চাল প্রতিদিন জমা করে শুরু হয়েছিল দেবীকে আরাধনার প্রস্তুতি। খরচ বাড়ছে। বাজেট সীমাবদ্ধ। চারদিন ধরে পাড়ার সমস্ত পরিবার একসাথে খাওয়া-দাওয়া করেন। নবমীর দিন দর্শনার্থীদের মহাভোগ দেওয়া হয়। আন্তরিক মহিলা পুজো কমিটি করে দেখিয়েছে মেয়েরাও পারে।

বৃষ্টিতে জলবন্দী পানাগড়ের একাংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি আর তার জেরেই জলবন্দী পানাগড়ের শর্মা পাড়া। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ঘরের মধ্যেও জল ঢুকে যাচ্ছে। একটি প্রাথমিক স্কুল যাওয়ার পথেও জমা হয়েছে জল। বিজেপির পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয় দ্রুত নিকাশিনালার হাল ফিরিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা কার্যকরি করার জন্য। কাঁকসার বিডিও জানান দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দূষণ রুখতে বীরভানপুর বিসর্জন ঘাটে থাকবে নাইলনের জাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ মূর্তি বিসর্জন মানেই দামোদরের দূষণ। ভাসে কাঠামো আর তাতেই হয় দূষণ। এবার সেই দূষণ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। দামোদরে আর ভাসবে না মূর্তির কাঠামো। ৪ নং বোরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্গে আরও এক অভিনব উদ্যোগের কথা বলেন যা কলকাতা পুরসভার পর প্রথম দুর্গাপুর পুরসভায় বীরভানপুর বিসর্জন ঘাটে থাকবে নাইলনের জাল। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর কাঠামো ভেসে যাওয়া আটকাতে এবার বীরভানপুর বিসর্জন ঘাটে থাকবে নাইলনের জাল যা কাঠামো ভেসে যাওয়াকে আটকাবে। দুর্গাপুর নগর নিগমের ৪ নং বোরো এবং ৪১ নং ওয়ার্ড অধীন বীরভানপুর বিসর্জন ঘাট। বাম আমলে এই বিসর্জন ঘাটের সংস্কার কথাটা অনেকটা অবাক হবার মতো ছিল। পরিবর্তিত পুরবোর্ড সংস্কার কার্যে হাত দেওয়ার পর বিসর্জন ঘাটের সংস্কার শুরু হয়। বর্তমান পুরবোর্ড ধাপে ধাপে এই ঘাটের সংস্কার কাজগুলোকে রূপায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে চলছে যার ফলে দুর্গাপুর এবং দুর্গাপুর পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন বলে দাবি করেন বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। ইতিমধ্যে ৪ নং বোরো কর্তৃক দৈনন্দিন ও সাপ্তাহিক সাফাই অভিযান এলাকার দূষণকে প্রায় নির্মূল করে এনেছে বলে দাবি করছেন এলাকার বহু বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার এই বিসর্জন ঘাটে দুটি উচ্চ বাতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। এই কাজের পরিকল্পনার বিন্যাসে ছিলেন ৪ নং বোরো কমিটির চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী ও মেয়র পারিষদ (ইলেকট্রিক) ধর্মেন্দ্র যাদব ও এলাকার পৌরপিতা ৪১ নং ওয়ার্ড শিপুল সাহা ও ৪০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুভাষ মজুমদার। উক্ত উদ্বোধনে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে আরও কয়েকটি প্রস্তাবিত পরিকল্পনার বিষয়ে আলোকপাত হয়। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে দামোদর পাড়-সহ ওই অঞ্চল জুড়ে গ্রীণ বেঞ্চ, বসার জায়গা, সোলার বাতি, সিটিং আমব্রেলা ইত্যাদি রয়েছে।

দুর্গাপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর যখন মেতে থাকবে উৎসবে তখন যেন রক্তের সংকট না দেখা দেয় সেটাই লক্ষ্য। তাই উৎসবেও থাকুক রক্তদান। শুক্রবার প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শিবির হল দুর্গাপুর গেষ্ট হাউস, নন্দন মার্কেট, দুর্গাপুর স্টেশন বাসস্ট্যান্ডের কাছে। ৩১ জন রক্তদান করেছেন। শিবির উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ মাজি। রোটারি ক্লাবের পক্ষে সুবীর রায়, বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী, ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিন্টু চ্যাটার্জী, সমাজসেবী রূপেন নন্দন, অরুন রায় প্রমুখ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

আসানসোলে পুজোর গাইড ম্যাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ প্যান্ডেলে আসছেন মা, চারিদিকে কাশবনে হাওয়ায় ঢেউ খেলছে। আর তৃতীয়াতেই আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে পুজো ম্যাপ প্রকাশিত হল। কমিশনার অফিসে পুজো গাইড ম্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার লক্ষ্মীনারায়ণ মীনা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিশনারেটের অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। পুজো উপলক্ষ্যে বেশকিছু রাস্তায় নোএন্ট্রি করা হয়। ৫৭টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন পুজো মন্ডপে ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালাবে পুলিশ। এমনকি বিভিন্ন মন্ডপে পুলিশ মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার এল কে মিনা। পুজোকে ঘিরে এখন উদ্যোক্তাদের মধ্যে চরম ব্যস্ততা।

জয়পুরে আজও পটে পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, মঙ্গলকোট ঃ আজ থেকে দুইশত বছর আগে বর্তমান মঙ্গলকোট থানার জয়পুর গ্রামে কোন দুর্গাপুজো হত না আশপাশের গ্রামগুলোতে যখন দেবী ও উমা বিরাজ করতেন তখন ওই গ্রামে বঞ্চিত উমার কৃপা লাভ। গ্রামের বাসিন্দারা ও অন্যান্য গ্রাম থেকে আশা দর্শনার্থীরা ভিড় জমাতেন পুজোর আনন্দ নিতে প্রতিবেশী এক গ্রামে। অন্যান্য গ্রামগুলি যখন উৎসবের আনন্দ মাতোয়ারা তখন এই গ্রামের বাসিন্দারা থাকতেন বিষন্নতার অন্ধকারে। তাই গ্রামের মানুষের দাবি একটি দুর্গাপুজো করা হোক। গ্রামের সকলে মিলে দুর্গাপুজো করবে বলে স্থির করেন। তখন ব্রাহ্মণ পুঁথি দেখে বলেন যে, এই গ্রামে দুর্গাপুজো হবে কিন্তু মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি না করে পটে পুজো করতে হবে এমনটাই নিদান দেন ব্রাহ্মণ। মায়ের মূর্তি পটে এঁকে সেই পটে পুজো করতে হবে তা না করলে অমঙ্গল হবে গ্রামের মানুষের এই বিধান মেনে গ্রামবাসীরা পুজো করার সিদ্ধান্ত নেয় পটেই পুজো করার। গ্রামবাসীদের আনন্দ দিতে গ্রামের বাসিন্দা শিরিষচন্দ্র রায় দুর্গার রূপ পটে এঁকে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই থেকে আজও জয় পুর গ্রামে রায়বাড়িতে দুর্গাদেবীর পুজো হয়ে আসছে। ব্রাহ্মণের দেওয়া বিধান অনুযায়ী পশু বলি আজও নিষিদ্ধ রায় পরিবারের পটে আঁকা দুর্গাপুজোয়। পশু বলি হয় না কিন্তু তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কুমড়ো বলি। এই পুজোর উপকরণ ঘট। তাই ঘট পুজো ও শোভাযাত্রা সহকারে সেই ঘটে জল ভরে পটে রেখে চলে দেবীর আরাধনা। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নিয়ম কঠোরভাবে পালন করেন। পরিবারের সদস্যরা রায় পরিবারের বর্তমান সদস্য শশাঙ্ক শেখর রায় হিমাংশু শেখর রায় প্রমুখ জানিয়েছেন যে, আগেকার রীতি মেনেই আমাদের এই পটে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চারদিন দুর্গাপুজোর পর দেবীর সেই পট বিসর্জন দেওয়া হয় না। এক বছর পর নতুন পট বসিয়ে তবেই পুরানো পট পরিবর্তন হয়। এটাই নিয়ম আমাদের দুর্গাপুজোয়। মূর্তি নয় পটে দুর্গাপুজো দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন উৎসাহী দর্শনার্থীরা।

বুড়ি মার নাম শুনলেই হাত কপালে ঠেকে গোপালপুরবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গোপালপুরের বুড়ি মা। এই শব্দ কানে এলেই আপনা থেকেই কপালে হাত উঠে যায় গ্রামের বাসিন্দাদের। চরম শ্রদ্ধার সাথে সবাই নিজেদের ভক্তি নিবেদন করেন বুড়ি মাকে। গোপালপুরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবী দুর্গা এলাকায় বুড়ি মা নামেই পরিচিত। পরম ভক্তির সাথে গ্রামের এই দেবীকে মানেন। কথিত আছে বুড়িমার কাছে ভক্তি ভরে কিছু প্রার্থনা করলে বুড়ি মা তা পূরণ করেন। প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবী দুর্গা বুড়ি মার প্রতিষ্ঠা কত সালে হয়েছিল তা এই প্রজন্মের কারো জানা নেই। কেই বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও জানা নেই। কেনই বা গ্রামবাসী চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবীকে বুড়ি মা বলে ডাকে তারও কোন ইতিহাস কারো জানা নেই। দুটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে বুড়ি মা ডাকের কারণ নিয়ে। কথিত আছে এই পরিবারের এক কন্যার অকাল প্রয়াণে হতাশ হয়ে পড়েন। দেবী দুর্গা স্বপ্নাদেশ দেন তাকে তার বাড়িতে এনে আরাধনা করতে আর তাকে বুড়ি বলে ডাকতে। সেই থেকেই গোপালপুরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবী বুড়ি মা নামেই পরিচিত। অবশ্য অন্য একটি মতও রয়েছে। এই পরিবারের দেবী গোপালপুরের অন্যতম প্রাচীন দেবী। তাই গ্রামের বাসিন্দারা আদর করে ডাকে বুড়ি মা বলে। আজও মহা ধুমধাম করে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দেবী দুর্গার আরাধনা হয়। বৈষ্ণব মতে, দেবীর আরাধনা হয় বলে এখানে কোন পশু বলি হয় না। চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। চট্টোপাধ্যায় পরিবারে দেবীর সপ্তসতী হোম হয় যা এলাকার আর কোন দেবীর আরাধনায় হয় না। অষ্টমীর দিন সম্পূর্ণ চণ্ডীপাঠের সাথে সাথে সপ্তসতী হোম হয়। এই হোম দেখতে গ্রামবাসীরা উন্মুখ থাকেন। দেবীর বিসর্জন দশমীতে হয় না। একাদশীর রাতে দেবীর বিসর্জন হয়। চট্টোপাধ্যায় বাড়ির বুড়ি মার বিসর্জন দেখার মতো। বাজী আর বাজনার জন্য বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বুড়ি মার বিদায় পর্ব। তবে চরম ভক্তি ভরে গ্রামবাসীরা চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বুড়ি মার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222